মদীনার হাজিরী

এবং বুযুর্গদরে রীতি

14/9/2017

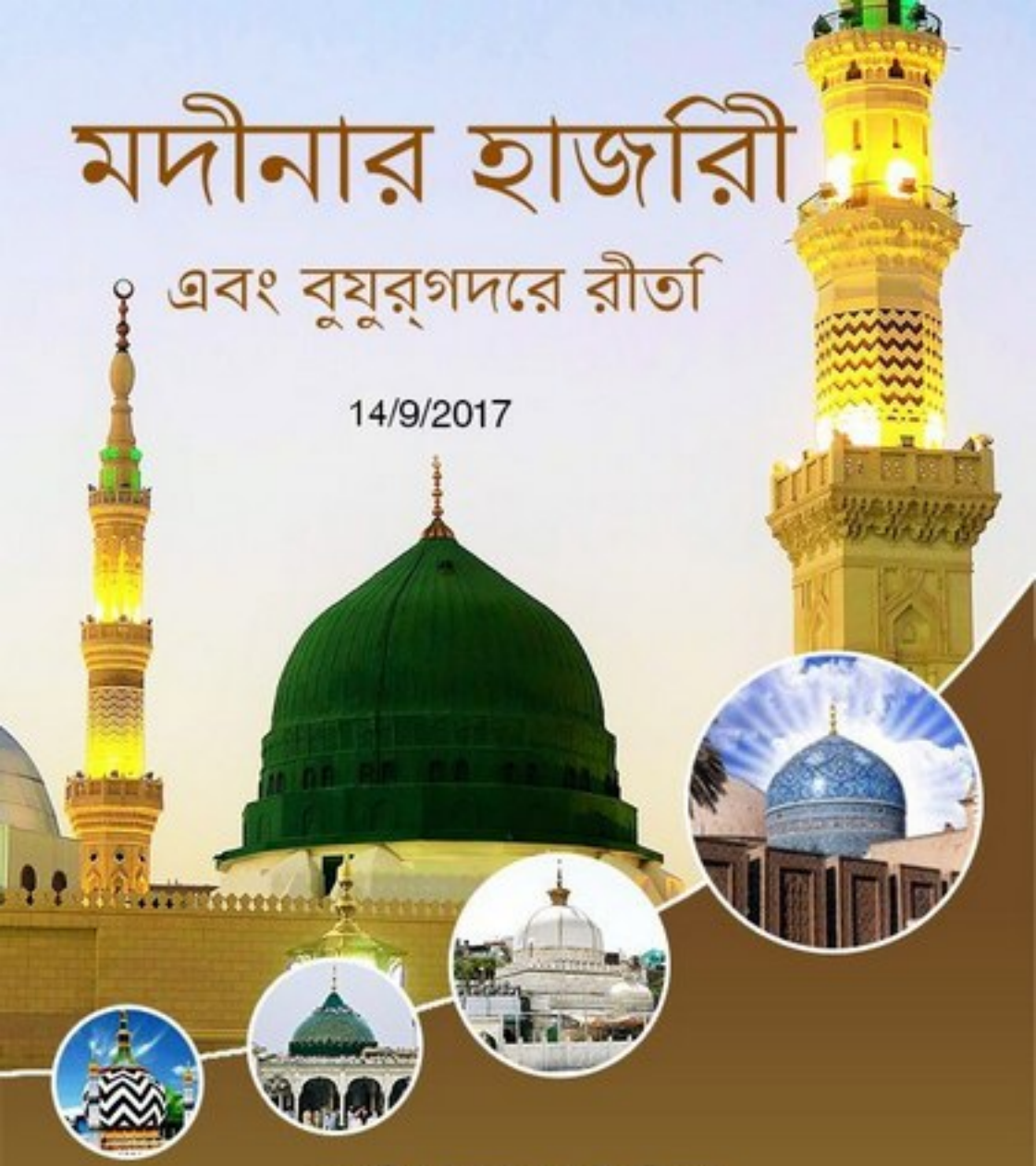

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুমার দিন আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো। কেননা, এদিন হচ্ছে হাজিরীর দিন, এই দিনে ফিরিশতারা উপস্থিত হয় এবং যে ব্যক্তিই আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, তার দরূদ আমার দরবারে পেশ (উপস্থাপন) করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি আরয করলাম: প্রকাশ্য ওফাতের পরও? **প্রিয় আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হ্যাঁ! নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা** মাটির জন্য আম্বিয়াগণের (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) শরীরকে খাওয়া (নষ্ট করা) হারাম করে দিয়েছেন, **আল্লাহ্ তায়ালার** নবীগণ জীবিত, তাঁদের রিযিক দেয়া হয়।

(ইবনে মাযাহ, কিতাবু মা'জা ফিল জানায়েয, বাব যিকর ওয়া ফাতিহা ওয়া দাফনাহু, ২/২৯১, হাদীস: ১৬৩৭)

জ্বিন্নো ও বশর সালাম কো হাযির হে আস সালাম, ইয়ে বারগাহ মালিকে জ্বিন্নো ও বশর কি হে।
ছায়ে মালাইকা হে লাগাতার হে দুরূদ, বদলে হে পেহরে বদলে মে বারিশ দুরার কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২০৯-২১৯ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ জ্বিন হোক বা মানুষ, সকলেই **হুযুর নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে আদব সহকারে উপস্থিত। কেননা, এই দরবার সেই **মহান মর্যাদাময় সত্তা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর, যিনি সকল জ্বিন এবং মানবের মালিক আর প্রতিদিন সকালে সত্তর হাজার (৭০০০০) এবং সন্ধ্যায় সত্তর

হাজার (৭০০০০) ফিরিশতা দরবারে **রিসালতে** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত হয়ে দরূদ পাঠ করেন এবং তাঁদের দরূদ পড়া যেন সাদা মুক্তোরই অভিরাম বর্ষন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরতের মদীনায় হাজিরীর প্রবল আগ্রহ

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর দ্বিতীয় হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্তু তারপরও মদীনায় হাজিরীর প্রবল আগ্রহে

কোন তারতম্য হয়নি। জ্বরের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াতে ওলামায়ে কিরামগণ তাঁকে বাঁধা দিতে লাগলেন, তখন এই অবস্থায় তিনি (আ'লা হযরত) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "যদি সত্যি জিজ্ঞাসা করেন তবে হজিরীর (হজ্বের) মূল উদ্দেশ্য তো তায়্যিবার (মদীনা শরীফের) যিয়ারতই, দুই বারই এই নিয়্যতেই ঘর থেকে বের হই, مَعَاذَاللهعَزَّوَجَلَّ যদি এটি না হয় তবে হজ্বের স্বাদই তো রইবে না।" যখন তাঁর অবস্থার প্রতিকুলতার কারণে ওলামায়ে কিরামের বাঁধা বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন তিনি এই হাদীস শরীফ পাঠ করলেন: "مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্ব করলো, অথচ আমার যিয়ারত করলো না, সে আমার প্রতি জুলুম করলো।" (কাশফুল খিফা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৮, হাদীস: ২৪৫৮) অতঃপর বললেন: আমার দৃষ্টিতে হাদীস শরীফটির মর্ম এই নয় যে, জীবনে যতবারই হজ্ব করবে, যিয়ারত কেবল একবারই যথেষ্ট, বরং প্রতি হজ্বেই যিয়ারত করা আবশ্যক **(Compulsory)**। এবার আপনারা দোয়া করুন যে, আমি যেন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যেতে পারি। রওজা শরীফে এক নজর পড়ে যাক, যদিওবা তখনই দম (প্রাণ) বেরিয়ে যায়।"

(আশিকানে রাসূলকে ১৩০ হিকায়াতে মাআ মক্কে মদীনে কি যিয়ারতেঁ, ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা)

আশিকে আ'লা হযরত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর কালাম সমগ্র **"ওয়াসায়িলে বখশিশ"** এ তাঁর প্রেমময় প্রেরণা প্রকাশ করেন:

চলো দুনিয়া চে মে ইস শান চে কাশ! ইয়া আল্লাহ্!
শাহে আবরার কি চৌকঠ পে চর হো মেরা খম মাওলা।
সুনেহরি জালিয়ুঁ কে সামনে এ্যয় কাশ! এ্যয়সা হো,
নিকাল জায়ে রাসূলে পাক কে জলওয়ূ মে দম মাওলা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আশিকদের ইমাম, আ'লা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মদীনার হাজিরীর জন্য কিরূপ ব্যাকুল থাকতেন, তিনি চাইলে কিছুদিন পর এই সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য হয়ে যেতেন কিন্তু ইশ্‌কে রাসূল যেহেতু তাঁর মূলনীতি ছিলো এবং মদীনার হাজিরী তাঁর গন্তব্য ছিলো, সুতরাং প্রবল অসুস্থতাও তাঁকে রাসূলের দরবারে হাজিরী থেকে আটকাতে পারেনি, মোটকথা তাঁর মাঝে একটিই লক্ষ্য ছিলো যে, যেকোন ভাবেই

রাসূলের রওজাকে এক পলক দেখেই নিজের চক্ষুদ্বয় শীতল করবে, অতঃপর চাইতো আমার প্রাণও চলে যাক, তাতে আমার কোন চিন্তাই নাই, তাঁর এই বাক্যটিও সোনালী অক্ষরে লিখার উপযুক্ত যে, **"যদি সত্যি জিজ্ঞাসা করেন তবে হাজেরীর মূল উদ্দেশ্য তো তায়্যিবার (মদীনা শরীফের) যিয়ারতই, দুই বারই এই নিয়্যতেই ঘর থেকে বের হই, مَعَاذَاللهعَزَّوَجَلَّ যদি এটি না হয় তবে হজ্বের স্বাদই তো রইবে না।"**

উন কে তুফেইল হজ্ব ভি খোদা নে করওয়া দিয়ে, আসলে মুরাদ হাজিরী উচ পাক দর কি হে।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ **রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজার যিয়ারতের ওসীলায় **আল্লাহ্ তায়ালা** হজ্বও আদায় করিয়ে দিয়েছেন। কেননা, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরী, অতঃপর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর হজ্বের সফর সম্পর্কে বলেন: যখন এই মোবারক সফর সম্পর্কে যে কেউই জিজ্ঞাসা করতো যে, কোথায় যাচ্ছেন? তখন যেহেতু আসল উদ্দেশ্য ছিলো মদীনার হাজিরী, তাই সকল জিজ্ঞাসাকারীকে এটাই বলতাম: **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা শরীফের দিকেই যাচ্ছি, যার কদমের বরকতেই কাবা ও মীনা পবিত্রতম বস্তুতে পরিনত হয়েছে, যদি তিনি না হতেন তবে কিছুই হতো না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা শরীফের হাজিরী অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, যার আকাঙ্ক্ষা সকল আশিকে রাসূলের অন্তরেই বিরাজ করতে থাকে এবং তারা এই আশায় তাদের রাত দিন অতিবাহিত করে যে, কখনো তো সবুজ গুম্বদের উজ্জলতা আমরাও দেখবো আর যে আশিকে রাসূলের ডাক, নবীর দরবার থেকে এসে যায়, তখন সে নিজের এই মোবারক সফরের প্রস্তুতি শুরু করে দেয় এবং তারা যেন বলতে থাকে,

শুকরে খোদা কেহ আজ ঘড়ি উচ সফর কি হে, জিচ পর নিসার জান ফালাহ ও যাফার কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২০১ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ ইয়া **আল্লাহ্**! তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, তুমি আমাকে দরবারে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে সেই মোবারক সফর করার তৌফিক ও সৌভাগ্য দান করেছো যে, যাতে শুধু সফলতাই নয় বরং সফলতা ও সাফল্যের প্রাণও উৎসর্গিত।

মদীনার মহত্বতা সম্পর্কিত হাদীসে মোবারাকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনা শরীফ হচ্ছে সেই মোবারক শহর, যেখানে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবস্থানের সৌভাগ্য দান করেছেন, মদীনার পবিত্র মাটিকে আপন কদম মোবারককে চুমু দেয়ার সৌভাগ্য দান করেন, এই সৌভাগ্যসমূহ দ্বারা ধন্য হয়ে মদীনা শহর মহত্ব ও সম্মান পেয়েছে, এর রহমত ও বরকত অর্জিত হলো, যার কারণে এই মোবারক শহর আলোকিত ও সুবাসিত হলো এবং মদীনায় অবস্থান করা নিরাপত্তার নিদর্শন আর মদীনায় মৃত্যুবরণ করা শাফায়াত ও জামানতের ঘোষনা পেলো। আসুন! মদীনার হাজিরীর আগ্রহ এবং ব্যকুলতা বাড়াতে আর অন্তরে মদীনার ভালবাসা বৃদ্ধি করার নিয়্যতে মদীনার মহত্ব সম্পর্কিত **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: মদীনায় প্রবেশের সকল রাস্তায় ফিরিশতা রয়েছে, এতে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, কিতাবুল ফাযায়িলে মদীনা, ১/৬১৯, হাদীস: ১৮৮০)

২. ইরশাদ হচ্ছে: শপথ! সেই পবিত্র সত্বার, যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! মদীনায় এমন কোন ঘাঁটি নেই, নেই কোন রাস্তা, যাতে ফিরিশতা বিদ্যমান নেই, যারা এর নিরাপত্তা প্রদান করছে। (মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, ৫৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৭৪)

ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই রেওয়ায়েতে মদীনা শরীফের ফযীলতের বর্ণনা রয়েছে এবং **তাজেদারে রিসালত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে এর নিরাপত্তা প্রদান করা হতো, অধিকহারে ফিরিশতারা নিরাপত্তা প্রদান করতো এবং তাঁরা সকল পথেই **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানার্থে ঘিরে রেখেছে। (শরহে সহীহ মুসলিম লিন নববী, ৫ম খন্ড, ৯ম অংশ, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

মালায়িক লাগাতে হে আঁখো মে আপনি, শব ও রোয খাকে মাযারে মদীনা।
মেরী খাক ইয়া রব না বরবাদ জায়ে, পসে মরগ করদেয় গুবারে মদীনা।
জিধর দেখিয়ে বাগে জান্নাত খুলা হে, নযর মে হে নকশ ও নিগারে মদীনা।
(যওকে না'ত, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

৩. **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যারা মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারবে, তারা যেন মদীনায় মৃত্যুবরণ করে। কেননা, আমি মদীনায় মৃত্যুবরণ কারীদের শাফায়াত করবো। (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৪৩)

তায়্যিবা মে মরকে ঠান্ডি চলে জাও আঁখে বন্ধ সিধী সড়ক ইয়ে শহরে শাফায়াত নগর কি হে
(হাদায়িকে বখশিশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

মদীনা শরীফের বিশেষত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে মদীনা শরীফের অসংখ্যা ফযীলত রয়েছে, তেমনিভাবে এই মোবারক শহরকে **আল্লাহ্ তায়ালা** অসংখ্য বিশেষত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন, যেমন: ❀ দুনিয়াতে মদীনা শরীফ ছাড়া কোন শহরের এতো অধিক সংখ্যক নাম নেই, কতিপয় ওলামা ১০০টি পর্যন্ত নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। ❀ মদীনা শরীফের ভালবাসা এবং বিরহ বিচ্ছেদে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী ভাষায় অগনিত কসীদা (কবিতা) লিখা হয়েছে, লিখা হচ্ছে এবং লিখা হতে থাকবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ❀ **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই হিজরত করেছেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। ❀ **আল্লাহ্ তায়ালা** এর নাম তা'বা (অর্থাৎ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং সুবাসিত স্থান) রেখেছেন। ❀ **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন মদীনা শরীফের নিকটে পৌঁছে প্রবল উদ্দীপনায় বাহনের গতি বাড়িয়ে দিতেন। ❀ মদীনা শরীফে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক অন্তর প্রশান্তি লাভ করতো। ❀ হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বাদ পড়া কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সাক্ষাৎ হলো, তারা নিকটে আসলেন, এক ব্যক্তি নিজের নাক ঢেকে নিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নাক থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: সেই সত্বার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! মদীনার মাটিতে প্রত্যেক রোগের শিফা রয়েছে। **(জামেউল উসুল, ৯/২৯৭, হাদীস: ৬৯৬২)**

এ্যয় খাকে মদীনা! তেরা কেহনা কেয়া, তুঝে কুরবে শাহে মদীনা মিলা হে।
শরফে মুস্তফা কে কদম চুমনে কা, তুঝে বারহা খাকে তায়্যিবা মিলা হে।
মুয়াত্তর হে কিতনি তু খাকে মদীনা, কেহ খুশবুয়োঁ চে ঝররা ঝররা বাছা হে।
লাগাও তুম আখোঁ মে খাকে মদীনা, কোয়ী ইচ চে বেহতর ভি সুরমা ভালা হে।
মরিযো! উঠা কর কে খাকে মদীনা, কো লে যাও! ইস মে একিনান শিফা হে।
মদীনে কি মিট্টি যরা সি উঠা কর, পিয়ু ঘোল কর হার মরয চে শিফা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

❀ যখন কোন মুসলমান যিয়ারতের নিয়্যতে মদীনা শরীফে আসে তখন ফিরিশতারা রহমতের উপহার দ্বারা তাকে সম্ভাষন জানায়। **(জযবুল কুলুব, ২১১ পৃষ্ঠা)**

লাখো কুদসী হে কামে খিদমত পর,
লাখো গিরদে মাযার ফিরতে হে। (হাদায়িকে বখশিশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

❀ এখানে মৃত্যুবরণকারীদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত করবেন। ❀ হুজরা মোবারক এবং মিম্বরে আনওয়ারের মধ্যকার স্থানটি জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান (রিয়াযুল জান্নাহ)। ❀ মসজিদে নববী শরীফে এক রাকাত নামায ৫০ হাজার রাকাত নামাযের সমান। (ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৪১৩) ❀ মদীনা শরীফের ভূ-খন্ডে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাযার বিদ্যমান, যেখানে সকাল সন্ধ্যা ৭০, ৭০ হাজার ফিরিশতা হাজির হয়।

সত্তর হাজার সুবহ হে সত্তর হাজার শাম, ইয়ুঁ বন্দেগী যুলফ ও রূহ আঠোঁ পেহের কি হে।
জু এক বার আয়ে দো'বারা না আয়েঙ্গে, রুখসত হি বারগাহ চে বচ ইস কদর কি হে।
মা'সুমুঁ কো হে ওমর মে সিরফ এক বার বার, আছী পড়ে রাহে তু ছালা ওমর ভর কি হে।
(হাদায়িকে বখশিশ, ২২০ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা সত্তর (৭০) হাজার ফিরিশতা নুরানী রওজায় উপস্থিত হয়ে **সকল সুন্দরের উৎস প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাশতের মতো উজ্জল চেহারা এবং রাতের অন্ধকারের ন্যায় চুল মোবারকের দিনরাত প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করে আর যে ফিরিশতা নূরানী রওজায় একবার উপস্থিত হয়ে যায়, কিয়ামত পর্যন্ত তার আবার উপস্থিত হওয়া নসীব হয় না। কেননা, **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবার থেকে একবারই উপস্থিত হওয়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের সৌভাগ্যের প্রতি যে, একজন গুনাহগার ব্যক্তি কয়েকবারই রওজায়ে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

❀ এখানকার ভূ-খন্ডের সেই মোবারক অংশ, যেখানে **রাসূলে আনওয়ার, মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী শরীর তাশরীফ নিয়ে আছেন, তা সকল স্থানের এমনকি খানায়ে কাবা, বাইতুল মা'মুর, আরশ ও কুরসী এবং জান্নাত থেকেও উত্তম।

আরশে উলা চে আ'লা মিঠে নবী কা রওজা, হে হার মকাঁ চে বা'লা মিঠে নবী কা রওজা।
কেয়চা হে পেয়ারা পেয়ারা ইয়ে সবজ সবজ গুম্বদ, কিতনা হে মিঠা মিঠা মিঠে নবী কা রওজা।

মক্কে চে ইচ লিয়ে ভি আফযল হুয়া মদীনা, হিসসে মে ইচ কে আ'য়া মিঠে নবী কা রওজা।
কা'বে কি আযমতোঁ কা মুনকির নেহি হে লে'কিন, কা'বে কা ভি হে কা'বা মিঠে নবী কা রওজা।
হোগী শাফায়াত ইচ কি জিচ নে মদীনা আ'কর, খোয়া এক নযর ভি দেখা মিঠে নবী কা রওজা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

❀ দাজ্জাল মদীনা শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না। ❀ মদীনাবাসীদের সাথে মন্দ আচরণের ইচ্ছা পোষনকারী আযাবের সম্মুখিন হবে। ❀ এখানকার কবরস্থান জান্নাতুল বাক্বী দুনিয়ার সকল কবরস্থানের চেয়ে উত্তম, এখানে প্রায় ১০ হাজার সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইত এবং অসংখ্য তাবেঈনে কিরাম ও আউলিয়ায়ে এজাম এবং আরো অনেক সৌভাগ্যবান মুসলমান সমাহিত আছেন।

(আশিকানে রাসূল কি ১৩০ হিকায়াত মাআ মক্কে মদীনে কি যিয়ারতেঁ, ২৬১,২৬২ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বাক্বীয়ে পাকে জায়গা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে **রব্বে মুস্তফা**র দরবারে হুযুরে গাউসে পাক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ওসীলা পেশ করে আরয করেন:

মুঝ কো বকীয়ে পাক মে মদফন নসীব হো, গাউসুল ওয়ারা কা ওয়াসতা ইয়া রব্বে মুস্তফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাহবুবের দরবারে উপস্থিতির অভিনব পদ্ধতি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গদের রিসালতের (নবীর) দরবারে হাজিরীর অভিনব পদ্ধতি ছিলো যে, তাঁরা অনেক বড় ধনী ও সম্পদশালী হওয়ার পরও নিজেকে প্রিয় মুস্তফার দরজার ফকীর মনে করাতে আনন্দ লাভ করতো এবং অর্জিত সকল নেয়ামতকে তাঁর দরজার সদকা মনে করে থাকেন, যেমনটি জনৈক ব্যক্তি সুলতান মাহমূদ গযনবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে মদীনা শরীফে হাজিরীকালে মসজিদে নববী শরীফে গরীবের পোষাক পরিহিত, কাঁধে পানির মশক ঝুলানো অবস্থায় হেরেম শরীফের যিয়ারত কারীদেরকে পানি পান করাতে দেখে বললেন: আপনি না গযনীর বাদশাহ্? এ কেমন অবস্থা করে রেখেছেন? উত্তরে বললেন: আমি বাদশাহ হতে পারি, তবে তা গযনীর, এই দরবারে তো বাদশাহ্রাও ফকীর ও গরীব।

জিজ্ঞাসাকারীর এই উন্মত্ত উত্তর খুবই পছন্দ হলো। কিছুক্ষণ পর সে দেখলো যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৌর্য-বীর্য ও মহা প্রতাপ সহকারে আসছে। লোকটি সামনে অগ্রসর হয়ে বললো: আপনার এত বড় স্পর্ধা! মদীনা শরীফে হাজিরী আর এই শাহী পরাক্রম! এ কথার উত্তরে মিসরের বাদশাহ যা বলেছিলেন, তাও সোনার হরফে লিখে রাখার উপযুক্ত। মিসরের বাদশাহ্ বললো: হে প্রশ্নকারী! বলুন তো, এই বাদশাহী কোন ব্যক্তিত্বই দান করেছেন? নিঃসন্দেহে **মদীনাওয়ালা আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** আমাকে দান করেছেন। তাই আমি শাহী মুকুট ও শাহী পোষাকে **তাঁর** দরবারে উপস্থিত হয়েছি, যেন দাতা নিজের মোবারক চোখে তা অবলোকন করে নেন। **(আশিকানে রাসূল কি ১৩০ হিকায়াত মাআ মক্কে মদীনে কি যিয়ারতেঁ, ৫১ পৃষ্ঠা)**

উচ গলি কা গাদা হোঁ মে জিচ মে, মাঙ্গতে তাজেদার ফিরতে হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমি সেই মহান গলির ভিখারী, যেই গলিতে বড় বড় বাদশাহ নিজের খালি হাত উঠিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায় এবং সেই গলি হলো **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গলি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রওজায়ে আকদাস যিয়ারতের দশটি উপকারীতা

মুবাল্লিগে ইসলাম শায়খ শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রওজা মোবারকের যিয়ারতকারীর জন্য দশটি মর্যাদা রয়েছে: **(১)** সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। **(২)** উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হবে। **(৩)** তার চাহিদা পূরণ হবে। **(৪)** তার দান করার তৌফিক অর্জিত হবে। **(৫)** সে ধ্বংস ও নিঃস্ব হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। **(৬)** দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হবে। **(৭)** তার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। **(৮)** দূর্ঘটনা থেকে সে নিরাপদ থাকবে। **(৯)** সে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান পাবে এবং **(১০)** পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক **আল্লাহ্ আয়ালা**র দয়া লাভ করবে।

(আর রওযুল ফায়েক, আল মাসলিসুস সানী ওয়াল হামসুন: ফি যিয়ারাতুন নবী, ৩০৭-৩০৮ পৃষ্ঠা)

রাহে উন কে জলওয়ে বচেঁ উন কে জলওয়ে, মেরা দিল বনে ইয়াদ গারে মদীনা।

(যওকে নাত, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীনরা প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ করতেন এবং আশানুরূপ ফলাফল পেতেন, তাই ইমামুল আরেফিন হযরত সৈয়্যদ আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাঝে মদীনার স্মরন এবং ইশ্‌কে রাসূলের প্রধান্য বিস্তার করতো বরং তিনি ইশ্‌কের প্রশান্তির জন্য শারীরিক ভাবে না হলেও রূহানী ভাবে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরজার চৌকাঠ চুম্বন করে আসতেন, কিন্তু তারপরও তিনি স্ব-শরীরে প্রিয় মাহবুবের শহর থেকে ডাক আসার অপেক্ষায় থাকতেন। অতঃপর যখন তাঁর সৌভাগ্য চমকালো, অপেক্ষার পালা শেষ হলো এবং প্রিয় নবীর দরবার থেকে তার ডাক এলো তখন স্ব-শরীরে মদীনার দিকে যাত্রা করলো এবং আস্তানায়ে আলীয়ায় পৌঁছেই ভক্তিপূর্ণ শের পবিত্র দরবারে পেশ করলো, যার অনুবাদ কিছুটা এরূপ: "দূরে থাকাবস্থায় আমি আমার রূহকে আপনার পবিত্র খেদমতে পাঠাতাম তখন তা আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে পবিত্র আস্তানা শরীফকে চুমু খেতো আর এখন স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতের পালা এসেছে তাই আপনার পবিত্র হাত মোবারক প্রসারিত করে দিন, আমার দু'টি ঠোঁট যেন তাতে চুমু খেতে পারে।" মহান দয়া হলো যে, প্রিয় নবীর দরবারে আশিকের এই শের কবুলিয়্যতের মর্যাদা পেলো, **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় জোশ এলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী কবর থেকে নিজের হাত মোবারক প্রসারিত করে দিয়ে নিজের সত্যিকার আশিকের হাত চুম্বনের পুরোনো আকাঙ্ক্ষাকে সাথেসাথেই পূর্ণ করে দিলেন।

(আল হাভী লিল ফতোয়া, কিতাবুল বাআস, ২/৩১৪)

ইয়া রব! তেরে মাহবুব কা জলওয়া নযর আয়ে, উচ নূরে মুজাসসাম কা সারাপা নযর আয়ে।
এ্যয় কাশ! কাভী এ্যয়সা ভি হো খোয়াব মে মেরে, হুঁ জিচ কি গোলামী মে ওহ আক্বা নযর আয়ে।
তা'বিন্দা মুকাদ্দর কা সিতারা নযর আয়ে, যব আঁখ খুলি গুম্বদে খাযারা নযর আয়ে।
জিচ দর কা বানায়া হে গদা মুঝ কো ইলাহী, উচ দর পে কাভী কাশ! ইয়ে মাঙ্গতা নযর আয়ে। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীনেরা যখন মদীনার যিয়ারতের সৌভাগ্য পান এবং কোন পরীক্ষার সম্মুখিন হন, তখন মুখে অভিযোগ করা বা অন্য কারো দ্বারে যাওয়ার পরিবর্তে প্রিয় নবীর দরবারে ফরিয়াদ পেশ করে থাকেন। যেমনটি-

(১) হযরত সায়্যিদুনা ইবনুল জালাআ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি মদীনা শরীফে উপস্থিত হলাম তখন আমি কয়েক বেলা অনাহারে কাটালাম। আমি **হুযুর রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজায় উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: "اَنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" অর্থাৎ "ইয়া **রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনারই মেহমান!" এরপর আমার ঘুম এসে গেলো, **দো জাহানের মালিক ও মুখতার, মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে এসে আমাকে একটি রুটি দান করলেন, আমি তা স্বপ্নেই খাওয়া শুরু করলাম, রুটিটি আমি প্রায় অর্ধেক খেয়েছিলাম এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেলো আর অর্ধেক রুটি তখনো আমার হাতেই ছিলো। **(মিসবাহুয যুলাম, বাবু মা'জা ফিমান আসতাগাশ বিহী..., ৬১ পৃষ্ঠা)**

হাম ভিখারী ওহ করীম উন কা খোদা উন চে ফারোঁ,
অউর না কেহনা নেহী আদত রাসূলুল্লাহ্ কি।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা আমাদের **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজার ভিখারী এবং আমাদেরকে আমাদের **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সব কিছু দান করেন। কেননা, **তিনি** দয়ালূ এবং **তাঁর** প্রতিপালক **তাঁকে** দান করেন, **আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর** প্রতি বড়ই দয়ালূ বরং স্বয়ং **তাঁকে** দয়ালূ সৃষ্টিকারী এবং আমাদের নবীর শান এমন যে, ভিক্ষুককে না বলা **তাঁর** স্বভাবই নয়।

(২) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন নফিস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মদীনা শরীফে একদা আমি কঠিন ক্ষুধার্থ অবস্থায় **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওজায় উপস্থিত হয়ে আরয করেছিলাম: "ইয়া **রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত।" তৎক্ষনাৎ আমার ঘুম এসে গেলো, এমন সময় কেউ এসে আমাকে জাগ্রত করলো এবং আমাকে তার সাথে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলো। অতএব, আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। গৃহকর্তা আমাকে খেজুর, ঘি ও গমের রুটি দিয়ে বললো: "পেট ভরে খান। কেননা, আমাকে আমার শ্রদ্ধেয় **নানাজান মক্কী-মাদানী আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং আপনার মেহমানদারি করার আদেশ দিয়েছেন।" ভবিষ্যতেও কখনো ক্ষুধার্ত হলে আমাদের কাছে চলে আসবেন। **(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)**

আশিকে মাহে রিসালত, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **দরবারে মুস্তফার দানের অভিনব পদ্ধতি** সম্পর্কে খুবই সুন্দরভাবে নিজের কালামে লিখেন:

লব ওয়াহি আঁখে বন্ধ হে ফেয়লি হে ঝোলিয়াঁ, কিতনে মঝে কি ভিখ তেরে পাক দর কি হে।
মাঙ্গতা কা হাত উঠতে হি দাতা কি দ্বীন থি, দূরী কবুল ও আরয মে বস হাত ভর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২২৬-২২৮ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ঠোঁট দোয়ার জন্য খুলে আছে, চোখ লজ্জায় বন্ধ, চোখে চোখ রাখার উপযুক্ত নই এবং হাত প্রসারিত করে আছি, হে আমার **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার দরবারের ভিক্ষা কতইনা শানদার যে, ভিক্ষুক তার হাত আপনার সামনে প্রসারিত করতেই আপনি দানের বর্ষন করে দেন, যেন চাইতে আর চাওয়া পূরণ হতে শুধুমাত্র হাত প্রসারিত করারই দেরী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার হাজিরীতে ধৈর্যধারণ করার প্রতিদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা মদীনার পথে আসা কষ্টকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতেন, যেমনটি প্রসিদ্ধ মুফাসিসরে কোরআন, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের মদীনার সফরের একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: আমি মদীনা শরীফে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম, ডান হাতের কনুইয়ের হাঁড় ভেঙ্গে গিয়েছিলো, ব্যথা বেড়ে গেলে আমি সেখানে চুমু দিয়ে বললাম: হে মদীনার ব্যথা! তোমার স্থান আমার অন্তরে, তোমাকে আমি আমার প্রিয়তমের দরজা থেকেই পেয়েছি।

তেরে দরদ মেরা দরমাঁ তেরা গম মেরে খুশি হে, মুঝে দরদ দেনে ওয়ালে তেরে বান্দা পরওয়ারী হে।

(মুফতি সাহেব আরো বলেন:) ব্যথা তো তখনই সেরে গিয়েছিলো কিন্তু হাত কোন কাজ করতো না, সতের (১৭) দিন পর হাসপাতালে গিয়ে এক্সরে করালে হাঁড় ভাঙ্গা দেখা গেলো, যার মাঝে অনেক দূরত্ব ছিলো, কিন্তু আমি চিকিৎসা করালাম না, অতএব ধীরে ধীরে হাত কাজ করতে শুরু করলো, মদীনা শরীফের সেই হাসপাতালের ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল বললো: এটি একটি বিশেষ চমৎকারিত্ব

হলো যে, এই হাত চিকিৎসা করালেও ভাল হতো না, সেই এক্সরে আমার নিকট রয়েছে, হাঁড় এখনো ভাঙ্গাই আছে, এই ভাঙ্গা হাত দিয়ে তাফসীর লিখছি, আমি আমার এই ভাঙ্গা হাতের চিকিৎসা শুধু এটাই করেছি যে, পবিত্র রওজায় দাঁড়িয়ে আরয করলাম: **হুযুর**! আমার হাত ভেঙ্গে গেছে, হে আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর ভাঙ্গা হাঁটু জোড়াদানকারী! হে মুয়ায বিন আফরা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর ভাঙ্গা হাত জোড়াদানকারী! আমার ভাঙ্গা হাত জুড়ে দিন। (তাফসীরে নঈমী, ৯/৩৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ হলো যে, মুফতী সাহেবের হাতের কব্জির হাঁড় ভেঙ্গে গিয়েছিলো কিন্তু তাঁর ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা এবং সৌভাগ্যের এই অবস্থা ছিলো যে, হা-হুতাশ এবং চিৎকার-চেচামেচি করার পরিবর্তে সেই ব্যথাকে নিজের জন্য উপহার মনে করে গ্রহণ করে নিলেন যে, এ তো আমার জন্য নবীর শহরের মূল্যবান উপঢৌকন।

মুফতী সাহেবের প্রিয় মুস্তফার দরজায় ভিক্ষা করার অভিনব পদ্ধতি এবং দৃঢ় বিশ্বাস দেখুন যে, তিনি জানতেন যে, আমি সেই ব্যক্তিত্বের সামনে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, যেখান থেকে ফিরানো হয়না, যেখানে রোগীদেরও শিফা অর্জিত হয়, যেখানে দুঃখ-দূর্দশাগ্রস্থদের আনন্দ লাভ হয়, যেখানে শুধু একবার চাওয়ার পর দরজা আর বন্ধ হয়না বরং খালি ভান্ডার চাওয়া দিয়ে ভর্তি করার পরও যেন আবারো চাওয়া এসে উপস্থিত হয়, **আহ!** আমরাও যদি প্রিয় মুস্তফার দরজায় চাইতে জানতাম। তবে তা ছিলো সেই মোবারক ব্যক্তিত্বদের রীতি, তাঁদের মদীনার পথের কাঁটাও ফুল মনে হতো, আহ! আমাদেরও যদি সেই বুযুর্গদের সদকা নসীব হয়ে যেতো এবং আহ! আমরাও যখন মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করবো তখন মদীনার সফরের বরকত বেশী বেশী অর্জন করি এবং এই সময়ে মদীনা শরীফ আর **গুম্বদে খাযারার মালিক, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় এমনভাবে বিভোর হয়ে যাই যে, যদি এই পথে বিপদাপদ এবং কষ্ট আসে তবে তা আমাদের জন্য শুধু প্রশান্তি উপায় নয় বরং দুনিয়ার ভাবনা ও সম্পদের ভাবনা থেকে মুক্তি এবং আমাদের গুনাহের ক্ষমার উপায় হয়ে যেতো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মদীনাবাসীদেরকে কষ্ট প্রদানকারীর জন্য শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা যখন মদীনা শরীফের হাজিরীর সৌভাগ্য পেতো, তখন তাঁদের একটি পদ্ধতি এটাও হতো যে, তাঁরা মদীনার প্রতিটি বস্তু এমনকি পশুদেরকেও কিরূপ ভালবাসতেন, তাঁরা কখনো এটা মেনে নিতে পারতেন না যে, কেউ মাহবুবের শহরের কুকুরের সাথেও অসদাচরণ করবে এবং তাদের কষ্ট দেবে, যেমনটি পাঞ্জাবের (পাকিস্তান) এক প্রসিদ্ধ আশিকে রাসুল বুযুর্গ পীর সৈয়দ জামাআত আলী শাহ মুহাদ্দিস আলীপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার মদীনা শরীফে গেলে তাঁর কোন এক মুরিদ মদীনা শরীফের এক কুকুরকে হঠাৎ ঢিল মেরে দিলো, যার আঘাতে কুকুরটি চিৎকার করে উঠলো, হযরত শাহ সাহেবকে কেউ বললো যে, আপনার কোন এক মুরিদ মদীনা শরীফের কুকুরকে মেরেছে। এ কথা শুনে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং তিনি মুরিদদের আদেশ দিলেন যে, এক্ষুণি সেই কুকুরটিকে খুঁজে এখানে নিয়ে আসো। অতএব, কুকুরটিকে নিয়ে আসা হলো। শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উঠলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে সেই কুকুরটিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন: "হে হাবীরের শহরে বসবাসকারী! **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে আমার মুরিদের এই বেআদবী ক্ষমা করে দাও।" এরপর ভুনা মাংস এবং দুধ আনিয়ে একে খাওয়ালেন, অতঃপর একে বললেন: "জামাআত আলী তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে তাকে ক্ষমা করে দিও।" **(সুন্নী ওলামা কি হিকায়াত, ২১১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফে অধিকহারে ব্যয় করুন

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের মদীনা শরীফের হাজিরীর সময় একটি পদ্ধতি এটাও ছিলো যে, মদীনাবাসীদের সাথে খুবই স্নেহ ও ভালবাসা সহকারে আচরণ করতেন এবং তাদের জন্য অধিকহারে ব্যয় করতেন, যেমনটি যখন মদীনা তায়্যিবা নিকটবর্তী হতো তখন আমীরে মিল্লাত পীর জামাআত শাহ নকশবন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চেহারা উৎফুল্ল হয়ে যেতো: "এবার সময় এসে গেছে, অধিকহারে বন্টন করো! অনেক প্রতিদান পাবে। এই লোকেরা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী, এরা অনেক বেশী হকদার, আমরা তাঁদের সেবা করার জন্যই তো এখানে আসি,

সর্বদা এই সুযোগ কোথায় পাওয়া যায়।" স্বয়ং নিজেও এতো দিতো যে, লোকেরা নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে যেতো, হযরত আমীরে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অনুসরনে তাঁর সাথীরাও খুশি মনে ব্যয় করতো, তখন তিনি খুশি হতেন। যে যত বেশী খরচ করতেন তাকে তত বেশী অভিনন্দন জানাতেন এবং বলতেন: ভয় করো না, খুশি মনে খরচ করো, যদি আমি এখানে ঋণ পেয়ে যাই, আমি এখানেই নিয়ে দেবো।

(সীরাতে আমীরে মিল্লাত, ১২৩ পৃষ্ঠা)

হে মদীনার যিয়ারতকারীরা! আপনারাও মদীনা শরীফের অভাবীদের অভাব মোচন এবং মুসলমানদের মনতুষ্টির জন্য ব্যয় করার নিয়্যত করে নিন। মুসলমানদের চাহিদা পূরন করা দুনিয়া ও আখিরাতে সহজতার উপায়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে অভাবীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রতি সহজতা প্রদর্শন করবে। (মুসলিম, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ১১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৯৯) প্রকাশ থাকে যে, যেই ব্যক্তি অভাবের শিকার এবং দুঃখ কষ্টে লিপ্ত আর এই বিপদের মুহুর্তে আমরা যদি তাদের সাহায্য করি, তবে তারা অবশ্যই আমাদের জন্য দোয়া করবে এবং দূর্দশা পীড়িতের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, যেমনটি আলা হযরতের আব্বাজান, রইসুল মুতাকাল্লিমিন হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর চমৎকার কিতাব যা মাকতাবাতুল মদীনা **ফাযায়িলে দোয়া** নামে প্রকাশ করেছে, এই কিতাবের **১১১** পৃষ্ঠায় রয়েছে; যেসব লোকের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, এর মধ্য হতে সর্ব প্রথম নাম্বারে লিখা আছে; প্রথম: দূর্দশাগ্রস্থ, এর পাদটিকায় আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "এর প্রতি অর্থাৎ দূর্দশাগ্রস্থ এবং নিঃস্ব ও দুঃখীদের দোয়া কবুলিয়্যতের প্রতি তো কোরআনে করীমে ইরশাদ করা হয়েছে:

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ

(পারা ২০, সূরা নমল, আয়াত ৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: না তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন তাকে আহ্বান করে এবং দূরীভূত করে দেন বিপদাপদ।

সুতরাং মদীনার হাজিরীতে বা যখনই সুযোগ হয়, অভাবী ও অসহায়দের সাহায্য করুন এবং দোয়া অর্জন করুন, দুনিয়াতেও অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র রহমতে আশা করা যায় যে, মজলুমের প্রতি সহায়তা মাগফিরাতের সুসংবাদের কারণ হয়ে যাবে, যেমনটি এক ব্যক্তি (পূর্বেকার যুগের) মানুষকে ঋণ দিতো, সে নিজের গোলামকে বলতো: "যখনই কোন অভাবী ঋণগ্রস্থের নিকট যাবে, তাকে ক্ষমা করে দেবে, এই আশায় যে, **আল্লাহ্**ও যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।" যখন তার ইন্তিকাল হলো তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুল আহাদীসিল আম্বিয়া, বাবু হাদীসিল গার, ২/৪৭০, হাদীস: ৩৪৮০। বাহারে শরীয়াত, ২/৮৬২)

১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিপদাপদে মানুষের সাহায্য করা, অভাবী ও অসহায় লোকের সহায়তা করার প্রেরণা পেতে, উত্তম অভ্যাস গড়তে এবং মন্দ অভ্যাস থেকে মুক্তি পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করুন এবং ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো ফযরের পর মাদানী হালকা। যাতে প্রতিদিন কোরআনের তিন (৩) আয়াতের তিলাওয়াত কানযুল ঈমানের অনুবাদ ও তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান/ তাফসীরে নুরূল ইরফান/ তাফসীরে সীরাতুল জিনান সহ, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪ পৃষ্ঠা) এবং শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া কাব্যিক ভাবে পাঠ করা হয়। ফযরের পর মাদানী হালকার বরকতে মসজিদ পরিপূর্ণ থাকে, কোরআনের তিলাওয়াত শুনার সৌভাগ্য নসীব হয়, বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইলমে দ্বীনের রঙ বেরঙের মাদানী ফুল সংগ্রহ করা যায়, কোরআনে করীম পাঠ করা ও পাঠ করানো এবং বুঝা ও বুঝানোর ব্যপারে কি আর বলবো যে,

বুখারী শরীফে **নবীয়ে মুকাররম, নূরে মুজাসসাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।

(বুখারী, কিতাবুল ফাযায়িলে কোরআন, ৩/৪১০, হাদীস: ৫০২৭)

মাদানী চ্যানেলের প্রতি প্রভাবিত হয়ে ১২ জনের ইসলাম গ্রহণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** এভাবে বিভিন্ন মাদানী কাজের মাধ্যমে শুধু মুসলমানদের মাঝে নেকীর দাওয়াত প্রসারে ব্যস্ত নয় বরং মাদানী কাজের এবং মাদানী চ্যানেলের বরকতে এই পর্যন্ত অনেক অমুসলিম মুসলমান হয়েছে, যেমনটি

বাবুল মদীনার (করাচী) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগের বর্ণনার সারমর্ম হলো; মদীনা শরীফে জুমার দিন (জামাদিউল সানী, ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৬ই মে ২০১১ ইং) প্রায় চারটায় সবুজ পাগড়ী পরা এক যুবকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। কথাবার্তার ফাঁকে তিনি আসল কথা বললেন: আমি বোম্বাইয়ের (ভারত) অধিবাসী। আমি সহ আমার পরিবারের সবাই অর্থাৎ ১২ জন সদস্য (জুমার দিন, জিলহজ্ব, ১২৩১ হিজরী মোতাবেক ১২/১১/২০১০) ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি প্রায় এভাবেই বলছিলেন: আমার পরিবারের সবাই কিছু দিন থেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেল দেখতো। এতে মুসলমানদের ইসলামী রীতি-নীতি, সদা হাস্যোজ্বল চেহারা, সুন্দর-সাবলীল বয়ান ইত্যাদি আমাদের খুবই ভাল লাগতো। অথচ এর আগে বেআমল মুসলমানদের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি দেখে তাদের প্রতি আমাদের অত্যন্ত কুধারণা ছিলো। কিন্তু এখন মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে ইসলামের আসল রূপ ও চিত্র দেখে আমরা আস্তে আস্তে ইসলামের দিকে প্রভাবিত হতে থাকি। বিশেষ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদের বারংবার চোখকে সংযত করে রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ আমাদেরকে খুবই আগ্রহি করে তোলে আর চোখের কুফ্‌লে মদীনার উপকারীতার বয়ান শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। আমার আম্মাজান সবাইকে বলতেন: বিগত সময়গুলোতেও এসব লোকেরা চক্ষুকে সংযত করার উৎসাহ দিয়ে থাকতেন। বাস্তবে দৃষ্টি নত করে রাখাই উচিত। মাদানী চ্যানেলের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানগুলো দেখতে দেখতে আমাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা এমনভাবে বেড়ে গেল যে, আমাদের ঘরে ইসলাম গ্রহণ করার কথাবার্তা চলতে থাকে। আমরা কিন্তু শঙ্কিত ছিলাম যে, লোকেরা কী বলবে? এ প্রশ্নটির জবাবও আমরা মাদানী চ্যানেল থেকেই পেয়ে গেলাম। তা এভাবে হল যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরার

নিগরান, মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِی **'লোক কেয়া কেহেঙ্গে?'** (অর্থাৎ লোকে কি বলবে?) বিষয়ের উপর সুন্নাতে ভরা বয়ান পেশ করেন। সাথে সাথে আমার পরিবারের সকল সদস্যের মন এমন হয়ে গেল যে, লোকেরা কী বলবে, না বলবে তা পরোয়া করার কোনই দরকার নেই। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা কলেমা পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসি। আমি ব্যক্তিগত জীবনে একজন সরকারী কর্মচারী। ইসলাম গ্রহণের পর আমার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ইব্রাহীম। তাছাড়া আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ গাউছে পাকের সিলসিলায় মুরীদও হয়ে যাই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ আরো জানান যে, যখন ঐ নওমুসলিম যুবক আমাদের সাথে সোনালী জালির সামনাসামনি এসে দাঁড়ায়, তখন তার মধ্যে এক অদ্ভুদ আবেগের সৃষ্টি হয়, আর তিনি কান্না করতে করতে এই আবেদনটি বার বার করতে থাকেন যে, **'ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার চোখের হিফাযতের জন্য **'চোখের কুফলে মদীনা'** দান করুন।' অতঃপর তিনি সবুজ গুম্বজের ছায়ায় এসে নিজের দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি এখন অমুসলিমদেরকেও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। (নেকীর দাওয়াত, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

মাদানী চ্যানেল চে জিসে ভি ওয়ালেহানা পেয়ার হে, اِنْ شَآءَالله দো'জাহাঁ মে ইচ কা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনায় বাহন পরিহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনা শরীফে হাজিরীর সময় আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের একটি পদ্ধতি এটাও ছিলো যে, সফরাবস্থায় এই মোবারক শহরের অত্যধিক আদব করতেন। যেমনটি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি মদীনা শরীফে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরজায় খোরাসান কিংবা মিসরের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখেছি, যা তাঁকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিলো, এত উন্নত জাতের ঘোড়া ইতোপূর্বে আমি কখনো দেখিনি। আমি বললাম: 'ঘোড়াগুলো কতই না উন্নত জাতের।' তিনি বললেন: 'এগুলো সব আমি আপনাকে উপহার দিলাম।'

আমি বললাম: 'একটি ঘোড়া তো আপনার জন্য রেখে দিন।' তিনি বললেন: **'আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট আমার লজ্জা হয় যে, এই বরকতময় পবিত্র জমিনকে আমার ঘোড়ার ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করবো, যে জমিনে **তাঁরই প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুয়ে আছেন।' অর্থাৎ **তাঁর** পবিত্র রওজা মোবারক এখানেই বিদ্যমান। (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৮। আর রওজুল ফায়িক, ২১৭ পৃষ্ঠা)

হাঁ হাঁ রাহে মদীনা! হে গাফিল যরা তু জাগ, আরে পাওঁ রাখ্নে ওয়ালে! ইয়ে জা চশম ও সর কি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরীর আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মদীনা শরীফে রাসূলের রওজার সামনে দরূদ পেশ করা অনেক রড় সৌভাগ্যের বিষয়। আহ! যদি আমারদের জীবনেও সেই মোবারক মুহুর্ত আসতো, কিন্তু এটাও মনে রাখবেন যে, যার এই দরজার হাজিরী নসীব হয়, তার জন্য আবশ্যক যে, এই মহান দরবারের আদবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা। কেননা, সামান্যতম অসতর্কতাই কঠিন লাঞ্চনার কারণ হতে পারে। আসুন! সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রদত্ত প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরীর কতিপয় আদব শ্রবণ করি:

❀ হজ্বের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পবিত্র যিয়ারতেরই নিয়্যত করুন। ❀ হজ্ব যদি ফরয হয় তবে হজ্ব করেই মদীনা শরীফে উপস্থিত হোন। ❀ সারা রাস্তায় দরূদ ও যিকিরে লিপ্ত থাকুন। ❀ যখন মদীনার হেরেম আসবে, উত্তম হলো কান্না করে, মাথা নত করে, দৃষ্টিকে নত করে, অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে এবং সম্ভব হলে খালি পায়ে চলা। ❀ মসজিদে নববী শরীফে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সালাত ও সালাম আরয করুন, অতঃপর একটু অপেক্ষা করুন, যেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট হাজিরীর অনুমতি প্রার্থনা করছেন। ❀ অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত পবিত্র রওজায় হাজিরী দিন, কান্না না আসলে কান্না ন্যায় মুখাবয়ব করুন। ❀ কিবলাকে পিছনে দিয়ে কমপক্ষে চার হাত (দু'গজ) দূরে নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারার দিকে হয়ে দাঁড়ান। ❀ এসময় অন্তরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করুন। ❀ যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনা

তায়্যিবার হাজিরী নসীব হয়, একটি নিশ্বাসও অযথা নষ্ট করবেন না, প্রয়োজন ছাড়া অধিকাংশ সময় মসজিদ শরীফে পবিত্রাবস্থায় উপস্থিত থাকুন, নামায ও তিলাওয়াত এবং দরূদ পাঠ করে সময় অতিবাহিত করুন, দুনিয়াবী কথাবার্তা শুধু এখানে নয় বরং যেকোন মসজিদে করা উচিৎ নয়। ❀ মদীনা তায়্যিবায় রোযা নসীব হলে, বিশেষতঃ গরমের মৌসুমে তবে কতই না উত্তম যে, এতে শাফায়াতের ওয়াদা রয়েছে। ❀ এখানে প্রত্যেক নেকীই পঞ্চাশ হাজার (৫০০০০) লিখা হয়, সুতরাং ইবাদত করার বেশী বেশী চেষ্টা করুন, খাওয়া দাওয়া অবশ্যই কমিয়ে দিন এবং যতটুকু সম্ভব সদকা করুন। ❀ শহরের মধ্যে বা শহরের বাইরের যেখান থেকেই সবুজ গুম্বদের উপর দৃষ্টি পড়বে, দ্রুত হাত বেঁধে সেদিকে মুখ করে সালাত ও সালাম আরয করুন, এরূপ করা ছাড়া কখনো পথ অতিক্রম করবেন না। কেননা, এটা আদবের খেলাফ। ❀ রওজা শরীফের দিকে কখনোই পিঠ করবেন না এবং যথাসম্ভব নামাযেও এমন স্থানে দাঁড়াবেন না, যেখানে পিঠ করতে হয়।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬ষ্ট অংশ, ১২২২-১২২৮ পৃষ্ঠা)

যায়েরো পাসে আদব রাখো হাওয়াস জানে দো,
আখেঁ আন্ধি হোয়ী হে উন কো তরস জানে দো। (হাদায়িকে বখশিশ, ১১৮ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ হে মদীনার যিয়ারতকারীরা! যদিওবা মদীনার ভালবাসা এবং এতদিন পর্যন্ত মাহবুব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ব্যাকুলতা এই বিষয়ে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছে যে, ব্যস এখনই রওজার জালির সাথে মিশে যাই এবং প্রতিটি বস্তু ঝড়িয়ে ধরে কাঁদি, কিন্তু উম্মত্ততার এই পদ্ধতিটি আদবের দিক দিয়ে একেবারেই সঠিক নয় কেননা এটা **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার। সাবধান! আদবের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

"আশিকানে রাসূলের ১৩০ হিকায়াত" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের মদীনার সফর এবং মদীনায় হাজিরী সম্পর্কীত আরো চিত্তাকর্ষক কাহিনী এবং মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে আশ্চার্যজনক ঘটনা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য আর নিজের অন্তরে মদীনার হাজিরীর সত্যিকার ব্যকুলতা সৃষ্টি করার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত **"আশিকানে রাসূল কি ১৩০ হিকায়াত মা'আ মক্কে মদীনে কি যিয়ারতেঁ"** কিতাবটি অধ্যয়ন করা অতিশয় উপকারী। এটি এমন এক কিতাব, যা পড়লে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারা অশ্রুকে সংবরন করতে পারবেন না। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই কিতাবে মদীনার যিয়ারত কারীদের ৫১টি, প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল বুযুর্গ হযরত সায়িদুনা ইমাম মালিকের ১২টি, হাজীদের ৪২টি, পর্দানশীন মহিলাদের ৬টি, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের ১৭টি, জ্বীনদের ৭টি এবং পশুদের ৯টি প্রেম ও ভালবাসায় ভরপুর ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, এছাড়াও আরো অনেক জ্ঞানের সমাহার ঘটানো হয়েছে। আপনাদের প্রতি মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে, এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যায়ন করুন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী অধিকহারে সংগ্রহ করে মদীনার সফরের সৌভাগ্য অর্জনকারী সৌভাগ্যবানদের মাঝে সাওয়াবের নিয়্যতে ফ্রি বন্টনও করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউটও (Print Out) করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মোবারক জীবনাচরন বুযুর্গানে দ্বীনদের চরিত্রের প্রতিফলন স্বরূপ, মদীনার হাজিরীর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ, ব্যাকুলতা এবং আদবের অভিনব পদ্ধতি আমাদেরকে বুযুর্গানে দ্বীনদের স্মরন করিয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে তিনিও ইশ্‌কে রাসূলের এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যার কারণে তাঁকে বর্তমান যুগের আশিকানে রাসূলের মধ্যে প্রথম সারিতে গন্য করা হয়। মদীনার বিচ্ছেদ বেদনা কাকে বলে তা আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট শিখুন যে, যখন তিনি প্রকাশ্যভাবে মদীনা শরীফ থেকে দূরে থাকেন, সেই সময়ও তাঁর মুখে সর্বদা মদীনার যিকির ও মদীনার বাদশাহের যিকির অব্যাহত থাকে, কিন্তু **অশান্ত হৃদয়ে শান্তনা,**

রহমতের কান্ডারী, হুযুর নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে তিনি মদীনার সফরের সুসংবাদ পান তখন তাঁর মনের দুনিয়া উলট পালট হয়ে যায়, অশ্রুর অঝোর তুফান চোখের মাধ্যমে ফুঁসে উঠে এবং যেন তিনি এই শের এর জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে যান:

মদীনে কা সফর হে অউর মে নমদিদা নমদিদা,
জাবিঁ আফসোরদা আফসোরদা বদন লরযিদা লরযিদা।

আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনার সফরের অবস্থা শুনে নিঃসন্দেহে অনেক কিছু শেখা যায়। আসুন! এবার শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মদীনার সফরের মনোমুগ্ধকর ও অভিনব পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রবণ করবো, তাঁর কয়েকবার হজ্ব ও মদীনা সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, যাতে সমষ্টিগত ভাবে মনের যেরূপ অবস্থা ছিলো তা কখনোই বর্ণনা করা যাবে না, তবে তাঁর মদীনার সফরের এক সংক্ষিপ্ত অবস্থা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

যখন মদীনা পাকের দিকে রওয়ানা হবার সেই বরকতময় সময়টুকু এলো, আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অবস্থা খুবই অবাক করা ছিলো। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর অবিরত ধারা বাইয়ে যাচ্ছিলো এবং তাঁকে তাঁর নিজের এই পংক্তিগুলোর বাস্তব রূপ হিসেবে দেখা যাচ্ছিলো:

আঁসোঁ কি লড়ী বন রাহি হে, আউর আহোঁ ছে পাঠতা হো সীনা।
বিরদে লব হো মদীনা মদীনা, যব চলে সুয়ে ত্যায়বা সফিনা।

প্রেম ও ভালবাসার এই অনন্য ধরণ প্রত্যেকের তো বুঝে আসতে পারেই না। কেননা, মদীনা তায়্যিবার হাজিরী দিতে যাওয়া ব্যক্তিরা সচরাচর হাসি মুখে মোবারকবাদ গ্রহণ করতে করতে যায়। মদীনার যিয়ারতকারীদের তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের একটি কালামে এভাবে মাদানী যেহেন বানানোর চেষ্টা করেছেন:

আরে যা'ইরে মদীনা! তু খুশি চে হাঁস রাহা হে! দীলে গম যাদা জু পাতা তো কুছ আউর বা'ত হো তী।

অবশেষে এই অবস্থায় সফরে মদীনা শুরু হলো, যতই গন্তব্য নিকটস্থ হতে লাগলো তাঁর ইশ্কের জ্বালা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সেই পবিত্র ভূ-খন্ডে পৌঁছতেই তিনি জুতা খুলে নিলেন। **আল্লাহ্! আল্লাহ্!** ইশ্কে রাসূলের স্বরূপ সম্পর্কে এতো বেশি অবগত যে, নিজেই তাঁর কালামে বলেন:

পাঁও মে জুতা আরে মাহবুব কা কুছে হে ইয়ে, হুঁশ কর তু হুঁশ কর গাফিল! মদীনা আ-গেয়া।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই পবিত্র ভূ-খন্ডের আদবের এতই মনোযোগী যে, ১৪০৬ হিজরীতে হজ্জ পালনকালে তাঁর অবস্থা খুবই করুণ ছিলো। প্রচণ্ড সর্দি হয়ে গিয়েছিলো, নাক দিয়ে অঝোর ধারায় পানি পড়ছিলো। এতদসত্ত্বেও তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কখনো মদীনা পাকের পবিত্র ভূমিতে নাক পারিস্কার করেননি বরং তাঁর প্রতিটি কাজে আদবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যতদিন মদীনা শরীফে ছিলেন যথাসম্ভব সবুজ গুম্বদের দিকে পিঠ হতে দেননি।

মদীনা ইস লিয়ে আত্তার জান ও দিল চে হে পেয়ারা, কেহ রেহতে হে মেরে আক্বা মেরে দিলবর মদীনের মে।

কখনো কখনো প্রিয় মদীনার গলি দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার পরিচ্ছন্ন কর্মীদের হাত থেকে ঝাড়ু নিয়ে তিনি মদীনার গলি পরিষ্কার করার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। এরই আশা করে প্রসিদ্ধ ওলীয়ে কমিল, আশিকে সাদিক হযরত মুফতীয়ে আযম হিন্দ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

খোদা খাইরে সে লায়ে ওহ দিন ভি নূরী মদীনে কি গলিয়াঁ বুহারা করোঁ মে

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরও আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সদকায় মদীনার বিরহের অশেষ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করুন এবং বারবার মদীনার সফরের সৌভাগ্য এবং মদীনা শরীফের বা-আদব হাজিরী নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমাদের ধারণা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীনদের এই ঘটনাসমূহ শুনে এটা ধারণা হয় যে, তাঁদের মদীনার সফর নেকীর ভান্ডার এবং আদব ও সম্মানের সমষ্টি হতো, তাঁরা মদীনার হাজিরীর মূল্যবান মুহূর্তগুলো এবং এই মোবারক পরিবেশে অতিবাহিত হওয়া সময়কে রহমতপূর্ণ বানাতে খুবই চেষ্টা করতেন, আহ! আমাদেরও এই মোবারক ব্যক্তিত্বদের সদকায় মদীনা শরীফের বা-আদব হাজিরী নসীব হয়ে যাক, মদীনার সদা বসন্ত এবং সুবাসিত পরিবেশের সদকায় আমাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর হয়ে যাক, চোখে লজ্জা সৃষ্টি হয়ে যাক এবং অন্তর হিংসা, অহঙ্কার এবং লৌকিকতার ন্যায় বাতেনী রোগ সমূহ থেকে আরোগ্য লাভ হয়ে যাক। **আল্লাহ্**

তায়ালা আমাদের এই পবিত্র স্থান সমূহের আদব ও সম্মান করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনার হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জনকারী আশিকানে রাসূল নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান।

- ♣ মদীনার হাজিরীর জন্য করা সফর কোন সাধারণ সফর নয় বরং খুবই মোবারক সফর।
- ♣ আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনদের যখনই মদীনা শরীফের হাজিরী নসীব হতো তখন তাঁরা মহান দরবারের খুবই আদব ও সম্মান করতেন।
- ♣ যদি এই মোবারক সফরে কোন কষ্ট অনুভূত হতো, তা নিজের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করে সহ্য করে নিতেন।
- ♣ এই দরজা থেকে অর্জিত ব্যথার চিকিৎসা করার পরিবর্তে তা মাহবুবের পক্ষ থেকে পাওয়া মহান উপহার মনে করতেন।
- ♣ মাহবুবের বারগাহ বরং অলি-গলির সাথে সম্পর্কীত বস্তুরও সম্মান করতেন।
- ♣ সেই পবিত্র ভূ-খন্ডে পৌঁছে আদবের কারণে বাহনে আরোহন হওয়া বরং জুতা পড়াও সমীচিন মনে করতেন না।

হে **আল্লাহ্**! আমাদেরও মদীনা পাকের আদব রক্ষা করার তৌফিক দান করোক এবং আমাদের সবাইকে মুর্শিদে করীমের সাথে বারবার মদীনা শরীফের বা-আদব হাজিরী নসীব করো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসমাঁ গর তেরে তলওয়োঁ কা নাযারা করতা, রোয এক চান্দ তাসদিক মে উতারা করতা।
দিলে খায়রাঁ কো কাভী যোকে তাপিশ পর লা'তা, তাপিশে দিল কো কাভী হোচলা ফরসা করতা।
কাভী কেহতা কেহ ইয়ে কিয়া জোশে জুনুঁ হে যালিম, কাভী ফির গর কে তড়পনে কি তামান্না করতা।
আহ কিয়া খোব থা গর হাজিরী দর হোতা মে, উন কে সায়া কে তলে চে'ন চে সোয়া করতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে

ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

তেল লাগানো এবং চিরুনী করার মাদানী ফুল

আসুন! মাথায় তেল লাগানো এবং চিরুনী করা সম্পর্কীত কতিপয় মাদানী ফুল শ্রবণ করি:

✿ হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **আল্লাহ্ তা'আলার মাহবুব, নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পবিত্রতম মাথায় বেশি তেল ব্যবহার করতেন এবং দাঁড়ি মোবারক আঁছড়াতেন এবং অধিকাংশ সময় মাথায় কাপড় (অর্থাৎ- সারবন্দ শরীফ) রাখতেন, যার ফলে ঐ কাপড় তৈলাক্ত হয়ে যেত। (আশ্‌শমায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২) ✿ জানা গেল, "সারবন্দ" ব্যবহার করা সুন্নাতে **রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم। ইসলামী ভাইদের উচিত যখনই মাথায় তেল ব্যবহার করবেন, মাথায় একটি ছোট কাপড় সারবন্দ হিসেবে বাঁধবেন। ✿ চুল এবং দাঁড়ি সাবান দিয়ে ধৌত করার যাদের অভ্যাস নেই তাদের চুল অধিকাংশ সময় দূর্গন্ধময় হয়ে যায়, যদিওবা তাদের নিজের কাছে দুর্গন্ধ লাগে না, কিন্তু অন্যজনের কাছে তা লাগে। মুখ, চুল, শরীর, পোশাক ইত্যাদি হতে যদি দুর্গন্ধ বের হয়, এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। কেননা এ দ্বারা মানুষ এবং ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। হ্যাঁ! যদি দুর্গন্ধ লুকায়িত থাকে, যেমন- বগলের দুর্গন্ধ, তাতে কোন অসুবিধা নেই। ✿ হযরত সায়্যিদুনা নাফে' رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দিনে দুইবার তেল ব্যবহার করতেন। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শাইবা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা) চুলে অধিক পরিমাণ তেল ব্যবহার করা বিশেষত আহ্‌লে ইলম (জ্ঞানী) দের জন্য অনেক উপকারী, কারণ যার ফলে মাথা শুষ্ক হয় না, মস্তিস্ক ঠান্ডা এবং স্বরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। ✿ **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ তেল ব্যবহার করবে তখন ভ্রু থেকে শুরু করবে, যার দ্বারা মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায়।" (আল জামেউছ ছগির, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৯) ✿ **"কানযুল উম্মাল"** এর মধ্যে বর্ণনা রয়েছে: **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা**

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন তেল ব্যবহার করতেন, তখন প্রথমে বাম হাতের তালুতে ঢালতেন, অতঃপর প্রথমে উভয় ভ্রু তারপর উভয় চোখ তারপর মাথায় লাগাতেন। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৮২৯৫) ✿ **তাবারানী শরীফে** বর্ণিত আছে: **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দাঁড়ি মোবারকে তেল ব্যবহারের সময় নিচের ঠোঁট এবং থুতনির মধ্যবর্তী দাঁড়ি থেকে লাগানো শুরু করতেন। (আল মুজামুল আওসত, ৫ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭৬২৯) ✿ দাঁড়ি আচড়ানো সুন্নাত। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা) ✿ بِسْمِ الله পাঠ করা ব্যতিত তেল ব্যবহার করা, চুল শুষ্ক এবং বিক্ষিপ্ত রাখা সুন্নাত পরিপন্থি। ✿ হাদীস শরীফে এসেছে যে بِسْمِ الله পড়া ছাড়া তেল ব্যবহার করলো, ৭০জন শয়তান তার সাথে শরীক হয়ে যায়।

(আমলুল ইয়াওমে ওয়াল লাইল লি..., ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৭৩)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো, পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে, হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৯-৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**